Q 1 **জাতীয় শিক্ষানীতি 1986-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বা মূল বিচার্য বিষয়গুলি উল্লেখ করো।**

Ans. 1985 খ্রিস্টাব্দে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি যে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তারই ফলশ্রুতি NEP–1986, যা 'Challenge of Education' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। এই শিক্ষানীতি বিশেষ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ও সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনকে কেন্দ্র করে রচিত হয়। এই শিক্ষানীতির মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

1. **জাতীয় ব্যবস্থায় শিক্ষা :** জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, শিক্ষা হবে সকলের জন্য, এক্ষেত্রে কোনো রকম বৈষম্য দেখানো যাবে না, জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে ভারতবর্ষের প্রত্যেক নরনারী শি

সমান সুযোগ পাবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা 3 ভাগে বিভক্ত হবে। এই শিক্ষানীতিতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে 5 বছরের নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষা, 3 বছরের উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষা ও 2 বছরের উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষা। গবেষণা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তোলা প্রয়োজন। ভারতের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় যেসব সংস্থাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যেমন—UGC, NCERT, NTE এদের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন।

2 **অর্থপূর্ণ অংশীদারিত্ব ঃ** জাতীয় শিক্ষার চরিত্রকে সুদৃঢ় করা, শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি, জাতীয় সংহতি স্থাপন, উন্নত গবেষণা এবং মানবসম্পদের বিকাশের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে যে যৌথ দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে, তা মূলত অর্থপূর্ণ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে রচিত হবে।

3 **সাম্যের জন্য শিক্ষা ঃ** নতুন শিক্ষানীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হল অসাম্য দূর করা। এতদিন যাঁরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে এসেছেন তাঁদের সবাইকে যোগ্যতা অনুযায়ী সমান সুযোগসুবিধা দিতে হবে। নারীর প্রতি বৈষম্য, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, প্রাথমিক শিক্ষালাভের যেসব অসুবিধাগুলি রয়েছে সেগুলিকে দূর করতে হবে।

4 **তপশিলি জাতি ও উপজাতির শিক্ষা ঃ** গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের 14 বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে উৎসাহিত করতে হবে। তপশিলি ছাত্রছাত্রীদের জন্য জেলা সদরে ছাত্রাবাস নির্মাণ, আদিবাসী অঞ্চলে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা, নিজস্ব সংস্কৃতির রক্ষণ ও বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা প্রভৃতি বাস্তবায়িত করতে হবে।

5 **প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা ঃ** প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষার ব্যবস্থা ছাত্রাবাস তৈরি, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণে উৎসাহিত করা প্রভৃতি কল্যাণকর কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

6 **বয়স্ক শিক্ষা ঃ** 14–34 বছর বয়সি বয়স্কদের নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, রাজনৈতিক দল ও তাদের গণসংগঠন এবং গণমাধ্যমগুলিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সাক্ষরতা কর্মসূচি রূপায়ণে উৎসাহিত করতে হবে।

7 **প্রাথমিক শিক্ষা ঃ** প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে যেমন—(a) 6 বছর বয়স থেকে 14 বছর বয়স পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীকে স্কুলে ভরতি করা ও তাদেরকে শিক্ষারত রাখা। (b) শিক্ষার গুণগত মানের প্রকৃত উন্নয়ন ঘটানো, প্রভৃতির জন্য অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড কর্মসূচির সুপারিশ করা হয়।

8 **মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ** এই স্তরে বিবেচনা করে এমনভাবে পাঠক্রম রচনা করতে হবে যেন বিজ্ঞান, মানবীয় বিষয়, সমাজবিজ্ঞান, দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ঐতিহাসিক চেতনা বৃদ্ধির সহায়ক বিষয় পাঠক্রমে সংযোজিত হয়।

9 **বৃত্তিমুখী শিক্ষা ঃ** বৃত্তিশিক্ষা হল ভিন্নতর শিক্ষাধারা। যার উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে বৃত্তি চয়নে শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে তোলা। এই কোর্সগুলি শেখানো হবে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর। Health Planning ও Health Service Management-কে বৃত্তিশিক্ষার আওতায় আনা হবে। বৃত্তিশিক্ষার কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি বৃত্তিশিক্ষার কেন্দ্র খোলা হবে।

10 **উচ্চশিক্ষা ঃ** নতুন কলেজ না খুলে বর্তমান কলেজগুলিতে উচ্চশিক্ষার সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি, স্বশাসিত কলেজ স্থাপন, উচ্চশিক্ষায় গবেষণাকে উৎসাহিত করা প্রভৃতির জন্য সুপারিশ করা হয়।

[illegible]ক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ঃ শিক্ষায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই 1985 [illegible]তে (1986) মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলা হয়।

CO
T ON POCO M2 PRO